জাগো ২৪

বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভালো-মন্দ বার্তা

প্রথম বর্ষ , তৃতীয় সংখ্যা , মে ২০২২ , বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ , ১৪২৯

সম্পাদকীয় কলমে

অগ্রগতি ও উন্নয়নের দিকে সবেগে ছুটে চলেছে ২৪ নং ওয়ার্ডের অশ্বমেধের ঘোড়া । সমগ্র মাস ধরে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত জনপরিসেবামূলক কাজ করে চলেছে মনীষ মুখার্জীর সৈনিকেরা । গীতাঞ্জলী পথের পুকুরধার থেকে নোনাপুকুরের সমগ্র পুকুর সংলগ্ন অঞ্চল নতুন করে সেজে উঠেছে । নিকাশী ব্যবস্থা এখন আরও উন্নত । আগে কেষ্টপুরের মোড়ে এবং সমগ্র অঞ্চলে যেভাবে অতি সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে গিয়ে ধীরে ধীরে নামতো তা আজ শুধুমাত্র কয়েক মুহূর্তে নেমে যাচ্ছে । সন্ধ্যায় সমগ্র পাড়ায় পাড়ায় উজ্জ্বল আলো ঝলমল করছে । অন্ধকারের লেশমাত্র নেই । আসলে একটা কথা সত্যি, যদি কাজ করার সদিচ্ছা মনের মধ্যে থাকে তাহলে কোন বাধাই বাধা হয়ে উঠতে পারে না ।

গত পয়লা বৈশাখে "মা-মমতা প্রকল্পে"র মাধ্যমে ২৪ নং ওয়ার্ডের বিয়ের কনেদের জন্য বর্ষব্যাপী পছন্দমত বিয়ের বেনারসি শাড়ি প্রদান কর্মসূচী এবং অক্ষয় তৃতীয়ার পুন্যলগ্নে "মা অন্নপূর্ণা প্রকল্পে"র মাধ্যমে, অসহায় বৃদ্ধবৃদ্ধাদের জন্য প্রতিমাসে বিনামূল্যে রেশন প্রদান - এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার শুভসূচনা হল পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীর হাতে ।

জাগো ২৪ এর News Portal টিরও উদ্বোধনও হয়েছে এই অবসরে । প্রতি মুহূর্তের বাছাই করা খবর এবার এলাকার মানুষজন ঘরে বসে নিজের মোবাইলেই দেখতে পাচ্ছেন ।

রবীন্দ্রজয়ন্তীতে বিভিন্ন ক্লাবসংগঠনগুলি মেতে উঠেছিল নিজ নিজ সাংস্কৃতিক ভাবধারার গতি নিয়ে । এই উন্মাদনা আগে কোনোদিন এই অঞ্চলে দেখা যায়নি । গান, নৃত্য, নাটক, আবৃত্তির মাধ্যমে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল । ২৪ নং ওয়ার্ডে সংস্কৃতির এই জোয়ার আনার মূল কারিগর সেই মনীষ মুখার্জী ।

আগামী মাস থেকে আপনাদের প্রিয় 'জাগো ২৪' E-Paper এর সাথে সাথে Printed Paper আকারেও আপনাদের হাতে পৌঁছে দেব আমরা । আপনাদের পাঠক পাঠিকাদের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আমাদের শক্তি জোগাবে এই পথে চলার জন্য ।

বিজন আলোয়

পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীর কলমে
"আমার কথা"

সময় ..... ঈশ্বরের বড়ো অদ্ভুত এক সৃষ্টি ... না কি সময়ই সৃষ্টি করেছে ঈশ্বরকে ? - তা সত্যিই অজানা । সে বয়ে চলে তার নিজের গতিতে । তাকে আটকানোর শক্তি এই ব্রহ্মান্ডে কারোর নেই । কিন্তু সময়কে ব্যবহার করার শক্তি প্রত্যেক মানুষের আছে । দেখতে দেখতে তিন মাস অতিক্রান্ত হতে চললো এই ওয়ার্ডে আমার দ্বায়িত্ব পাওয়ার পর । জানিনা কতোটুকু কাজ করতে পেরেছি মানুষের জন্য । সেই মূল্যায়নটা মানুষের ওপরেই ছেড়ে দিলাম । কিছু কাজ যেমন দায়িত্বের তৃপ্তি দিয়েছে, তেমনি কিছু কাজ আমাকে মনের তৃপ্তি দিয়েছে । তার মধ্যে অন্যতম "মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প" । গত ৩রা মে, অক্ষয় তৃতীয়ার পুন্যলগ্নে এই প্রকল্পটির শুভসূচনা হয় আমার স্নেহের ভাই দেবরাজ চক্রবর্তী এবং স্নেহের বোন ও আমাদের বিধায়ক অদিতি মুন্সীর হাত দিয়ে । প্রথম মাসেই আমার ওয়ার্ডের প্রায় ৬০-৭০ জন অসহায় বৃদ্ধবৃদ্ধাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনতে পেরেছি । আরো অনেকেই আসছেন প্রতিদিন আমার ওয়ার্ড অফিসে এই প্রকল্পে আবেদন করার জন্য । প্রতিমাসে নিশ্চিত খাদ্যের জোগান ও আয়োজন যে তাঁদের কতটা নিশ্চিন্ত করেছে, তা তাঁদের মুখের হাসি ওইদিন দেখে আমি বুঝতে পেরেছি । প্রতিটি বৃদ্ধবৃদ্ধার মুখে আমি আমার নিজের বাবামায়ের স্নেহছবিই দেখতে পেয়েছি । প্রণাম সকল প্রবীণ মানুষজনদের ।

জাগো ২৪ পত্রিকায় প্রতিমাসের কর্মের খতিয়ান আপনারা দেখছেন । আপনারা আমার পাশে থাকলে আগামীদিনে আমি আরো মানসিক শক্তি অর্জন করে আপনাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারব ।

(. . . . . ক্রমশঃ)

জয় হরিচাঁদ জয় গুরুচাঁদ

সেবাইত শ্রী নির্মল কান্তি বালা (গোঁসাই)

পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার, বর্তমানে গোপালগঞ্জ জেলার কারসীয়ানী থানার শাফালীডাঙ্গা গ্রামে যশোবন্ত বৈরাগী ঠাকুরের গৃহে, মাতা অন্নপূর্ণা দেবীর কোলে বাংলা ১২১৮ সালে (ইং ১৮১২) ফাল্গুনী মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথী, বুধবার, ব্রহ্ম মুহূর্তে "পূর্ণব্রহ্ম শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর" ধরাধামে অবতীর্ণ হন । তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন মহাসাধক । নমঃশূদ্র পরিবারে তাঁর আবির্ভাব । জমিদার, জোতদারদের অত্যাচারে শাফালীডাঙ্গা ছেড়ে, তিনি লীলার ছলে ওড়াকান্দিতে পূর্ণলীলা প্রকাশ করেন । পূর্ব পূর্ব অবতারের লীলা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয় ও বৈশ্যরূপে প্রকাশিত । এই লীলায় শূদ্রকূলে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত মানুষদের রক্ষা করার অঙ্গীকার করেন । তাঁর প্রচারিত ধর্ম নাম, গুণ ও কর্ম দ্বারা বেষ্টিত । সনাতন ধর্মের সুক্ষ্ম অবস্থান, গার্হস্থ্য প্রশস্ত ধর্ম । গার্হস্থ্য প্রশস্ত ধর্ম জীবে শিক্ষা দিতে হরিচাঁদ অবতীর্ণ হন ধরণীতে (শ্রীশ্রী হরিচাঁদ লীলামৃত) । সৃষ্টিতে সকল অবতার মুনি, ঋষি, সাধক, শ্রেষ্ঠ মানুষ কোনো না কোনো ঘরে জন্মেছেন । তাই গার্হস্থ্য ধর্ম যদি সঠিক পথে চলে, তবেই মানব সমাজের বিকাশ সম্ভব । সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, আর মানুষের জন্য ধর্ম, আর ধর্ম রক্ষার শ্রেষ্ঠ পথ গৃহাশ্রম । তাই ঠাকুর বললেন "গৃহেতে থাকিয়া যার হয় ভাবোদয়, সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়"। "গৃহধর্ম রক্ষা করে বাক্য সত্য কয়, বানপ্রস্থ পরমহংস তার তুল্য নয়" (শ্রীশ্রী হরিচাঁদ লীলামৃত, পৃষ্ঠা ৩২) ।

মানবতাবাদী মতুয়া ধর্ম কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জন্য সীমাবদ্ধ নয় । যেখানে যে মানুষটি তাঁর নির্দেশিত সত্যের পথ ধরে চলবে, সেই তাঁর কৃপা লাভ করবেন । ঠাকুর তাঁর দ্বাদশ অধ্যায়ে বলেছেন - বাহ্য অঙ্গে সাধুসাজ ত্যাগ কর । পোশাক বা বেশভূষায় প্রকৃত মতুয়া হওয়া যায় না । তাঁর নির্দেশিত পথ ও আচরণে মতুয়া হতে হয় । তিনি বলেছেন - সদা সত্য কথা কহিবে, পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করিবে, পিতামাতাকে ভক্তি করিবে, হাতে কাজ, মুখে নাম করিবে । ধর্ম কর্মসার, সর্ব ধর্ম হতে শ্রেষ্ঠ পরোপকার । বলিলেন - "আত্মসুখে কর্ম করে তাকে বলি কাম, পরসুখে কর্ম করে ধরে প্রেম নাম"। অনিশ্চিত জীবনে নিজের সুখের কথা না ভেবে, অন্যদের সুখদুঃখের সাথী হও । তুমি তো ক্ষণস্থায়ী, সৃষ্টির মঙ্গলের কথা ভাবো । অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত মানুষের পাশে থাকো । নিজেকে সত্যে প্রতিষ্ঠা করো । ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ো না । তোমার কর্ম যেন কারোর ক্ষতির কারণ না হয় । হরিনাম করো, শ্রীহরির ধ্যান করো । দেখবে তোমার জ্ঞানের আলো ফুটে উঠেছে ।

-: সম্পাদক :-
শ্রী বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

-: কম্পোজ, গ্রাফিক্স এবং পেজ মেক-আপ :-
শ্রী সুদীপ্ত সেন

দূরভাষ :- 98317 65251 / 87770 98458 / 98303 11696 / 98319 14723
হোয়াটস্ অ্যাপ :- 98317 65251 / 98303 11696

(পত্রিকায় যেকোন চিঠি, ছবি এবং শিশুদের আঁকা, লেখা, ছড়া, কবিতা ও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে)

২৪ নং ওয়ার্ডে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার, যত্রতত্র বেআইনি গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং নাইট পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে । যাঁরা ইতিমধ্যে সেই নির্দেশ মেনেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই । ওয়ার্ডের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসাদার ভাইবোনেদের কাছে অনুরোধ - আপনারা আপনাদের আশেপাশে কাউকে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করতে দেখলে অথবা বেআইনি গাড়ি পার্কিং করতে দেখলে 98744 21441 / 96749 66239 / 98743 36030 এই ফোন নম্বরে আমাদের জানান । আপনাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে ।

মনীষ মুখার্জী, পৌরপিতা, ২৪ নং ওয়ার্ড, বিধাননগর পৌরনিগম

উন্নয়ন কর্মের খতিয়ান

২৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে মশা ও মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে, নর্দমা ও জলাজঙ্গলে মশার তেল দেওয়া হচ্ছে, যাতে জমা জলে মশার লার্ভা মরে যায় ।

কালবৈশাখী ঝড়ে ভেঙ্গে পড়া গাছের ডাল ছাঁটাইয়ের কাজ চলছে ।

আসন্ন বর্ষার মরশুম শুরু হওয়ার আগে, নিকাশী ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য, চলছে নর্দমা থেকে দীর্ঘদিনের জমে থাকা পলি তোলার কাজ ।

নিকাশী ব্যবস্থার প্রাণভোমরা কেষ্টপুর খালের দুটি লোহার স্তম্ভ নিকাশী ব্যবস্থায় সমস্যা তৈরী করছিল । সেই লোহার স্তম্ভ দুটি কাটার কাজ চলছে ।

২৪ নং ওয়ার্ডে চলছে স্বাস্থ্যসাথী ক্যাম্পের ছবি তোলার কাজ ।

পয়লা বৈশাখের শুভক্ষণে উদ্বোধন হল মা-মমতা প্রকল্পের ।

অক্ষয় তৃতীয়ার পুন্যলগ্নে "মা অন্নপূর্ণা প্রকল্পে"র শুভ সূচনা হল ।

নিকাশী ব্যবস্থাকে আরো উন্নততর করার জন্য, কেষ্টপুর এবং রবীন্দ্রপল্লীর নিকাশী নর্দমার উপর বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা দোকানঘরগুলি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে ঢাকা নর্দমা গড়ে তোলা হবে । বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা দোকানঘরগুলি ভেঙ্গে সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে । বিধাননগর পৌরনিগমের মেয়র পারিষদ সদস্য শ্রী দেবরাজ চক্রবর্তী এবং ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে কাজ চলছে ।

প্রতিদিন চলছে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযান ।

চলছে নতুন রাস্তা তৈরীর কাজ ।

রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখতে প্রতিদিন ঝাঁট দেওয়া হয় ।

পৌরপিতার তদারকিতে নোনাপুকুরে চলছে পুকুর সংস্কারের কাজ ।

বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী তাঁর ওয়ার্ডের স্টাফদের গেঞ্জি প্রদান করছেন ।

রবীন্দ্রপল্লী জুনিয়র অ্যাথেলেটিক ক্লাবের রক্তদান উৎসব ।

উদ্বোধন হল " জাগো ২৪ " -এর নতুন নিউজ পোর্টাল ।

পাড়ায় সমাধান শিবির চলছে দেশপ্রিয় বালক বিদ্যালয়ে ।

নিজের ওয়ার্ডের মানুষ কেমন আছেন, কি তাঁদের সমস্যা - প্রতিদিন নিজের চোখে ঘুরে দ্যাখেন, মানুষের সাথে কথা বলেন মনীষ মুখার্জী নিজে ।

শতরূপা পল্লীতে ঈদ মুবারক অনুষ্ঠানে অদিতি মুন্সী, দেবরাজ চক্রবর্তী, মনীষ মুখার্জী ।

ওয়ার্ডে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালন ।

গীতাঞ্জলী পথের পাশে পুকুর সংস্কার করে আলোকিতকরণ । এই পুকুরটি আগে গভীর অন্ধকারে ডুবে থাকত এবং সন্ধ্যা হলেই শুরু হত বহিরাগতদের অসভ্যতামি । এখন ওয়ার্ডের মানুষ সন্ধ্যাবেলা এই পুকুরের ধারে বসে ঠান্ডা বাতাস উপভোগ করেন ।

বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের নতুন কমিটি গঠনের পরে মনীষদার সাথে আলাপচারিতা ।

* দীর্ঘ ৬ বছর ধরে, ভি.আই.পি. কেষ্টপুর সারথি মিষ্টির দোকানের বিপরীত গলিতে একটু বৃষ্টি হলে এক হাঁটু জল জমে যেতো, আর সেটা নামতে ৬-৭ ঘণ্টা লাগতো.... কিন্তু আজ সেই জল নামতে সময় নিল মাত্র ৬-৭ মিনিট...ধন্যবাদ মনীষ মুখার্জী কে...ইচ্ছে আর চেষ্টা থাকলে মানুষ সব পারে । --- ***ইন্দ্রজিত সরকার***

* 30 বছরে এত সুন্দর কাজ দেখি নি । সুন্দর কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাই বাপ্পাকে ও সঞ্জয় এবং গোপালকে । --- ***পিন্টু মিত্র***

* ভীষণ ভাল কাজ হচ্ছে, মশাও আগের থেকে অনেক কমে গেছে, মনীষ মুখার্জী কে অজস্র অভিনন্দন । -- ***শিবানী সাহা পোদ্দার***

* Great Job Dada, আপনি সবসময় এভাবেই মানুষের পাশে থাকুন । --- ***বিপ্লব বালা***

* দীর্ঘদিন ধরে নয়নজুলি ড্রেনের জল পাস হওয়ার একটা সমস্যা ছিল । আজ এই কাজ হওয়াতে প্রতিবেশী হিসেবে আমরা খুব খুশি । --- ***নান্টু সাহা***